তারিখ 24 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

একজন শিক্ষক দিয়ে ৩১৮ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া!

■ আব্দুল মতিন, টেকেরহাট (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

রাজৈর উপজেলার উত্তর সীমান্তে পাইকপাড়া ইউনিয়নের নরেরকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩১৮জন ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করছেন মাত্র একজন শিক্ষিকা। তিনিও আগামী নভেম্বর মাসে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাবেন। ফলে স্কুলটি শিক্ষক শূন্য হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দেড় বছর যাবৎ একজন শিক্ষক দিয়েই চলছে বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়টির ৫জন শিক্ষকের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষকসহ দুটি পদ শূন্য রয়েছে। বাকি তিনজনের মধ্যে মো. শাজাহান মোল্লা অনুমোদনবিহীন ছুটি ও আসমা আক্তার মাতৃত্ব ছুটি ভোগ করছেন। শুধুমাত্র সালমা আক্তার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব পালন করে আসছেন। শিক্ষিক সালমা জানান, এলাকার এক যুবকের (প্যাড়া টিচার) সহায়তা নিয়ে পাঁচটি শ্রেণীর পাঠদান কোন রকমে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। যেদিন অফিসিয়াল কাজ থাকে সেদিন ছাত্রছাত্রীরা পাঠ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষক সংকটের কারণে পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবক মহলে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অন্যদিকে একই ইউনিয়নের পাশাপাশি শারিস্তাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬টি পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকসহ তিনটি পদ শূন্য। একজন সহকারী শিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। বাকি দু'জন শিক্ষক ২২৪ ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান দিচ্ছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অফিসিয়াল কাজে উপজেলা সদরে আসলে ছাত্রছাত্রীদের শেষ অবলম্বন থাকে ওই একজন শিক্ষক। ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান মিয়া জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে নরেরকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেষণে(ডেপুটেশন) একজন শিক্ষক দেয়া হবে।